সংবাদ সম্মেলন ১৯.১০.২০১৭ খসড়া অবস্থানপত্র

কক্সবাজার জেলা কি একা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বোঝা সইতে পারবে?

রোহিঙ্গা রিলিফ কার্যক্রমের স্থানীয়করণ ও জবাবদিহিতা চাই

ক. কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরাম

আমরা কক্সবাজার জেলায় কর্মরত প্রায় সকল এনজিও তথা নাগরিক সমাজ (CSO) গত সেপ্টেম্বর থেকে অদ্যাবধি ৫টা সভার মাধ্যমে এই কমিটি গঠন করি। আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে: ১) আমাদের নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করা, ২) কক্সবাজারে এমন একটি নাগরিক সমাজ শক্তিশালী করা, যারা মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারে সহায়তা করবে, এবং ৩) স্থানীয়করণ এবং দায়বদ্ধতাকে সমুন্নত করবে। আমরা কক্সবাজার জেলাবাসীর জন্য বর্তমান রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাকে একটি চরম, জটিল ও ক্রান্তিকালীন সমস্যা বলে মনে করি। যে কারণে আমাদের এ সংবাদ সম্মেলন। আশা করি সরকার, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ এবং এনজিওরাসহ এর সংশ্লিস্ট সকলেই আমাদের উপস্থাপিত বিষয়সমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

খ. জেলার জনসংখ্যাবিজ্ঞান ভারসাম্য হুমকির সম্মুখীন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করে অন্যত্র তাদের সরিয়ে নেয় উচিত।

কক্সবাজার জেলার জনসংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষ (কক্সবাজার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্যমতে)। উখিয়া এবং টেকনাফ দুই উপজেলার জনসংখ্যা ৪ লাখ ৭১ হাজার ৭ শত ৬৮ জন। তারমধ্যে উখিয়া জনসংখ্যা ২ লাখ ৭ হাজার ৩ শত ৭৯ জন ও টেকনাফ উপজেলার জনসংখ্যা ২ লাখ ৬৪ হাজার ৩ শত ৮৯ জন (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে)। ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬ লাখের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ জেলায় যে পরিমান জনসংখ্যা ছিল তা প্রায় ২৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ লক্ষে উপনীত হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ১০ লক্ষ পরিণত হবে। অর্থাৎ জেলার জনসংখ্যা হয়ে যাবে প্রায় ৩৭ লক্ষ। যা পূর্বতন জনসংখ্যার চাইতে ৪৩% বেশি অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে বাংলাদেশের জেলাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ঘন বসতি পূর্ণ জেলা। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ ছকটি দেখুন;

জনসংখ্যা (সাল অনুযায়ি)	**বাংলাদেশ**		**কক্সবাজার**	
	মোট জনসংখ্যা	**প্রতি বর্গ কিমি. জনসংখ্যা**	**মোট জনসংখ্যা**	**প্রতি বর্গ কিমি. জনসংখ্যা**
২০১১ সাল	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন	১০১৬ জন	২২,৮৯,৯৯০ জন	৯১৯ জন
২০১৭ সাল	১৭,০০,০০,০০০ জন	১১৫৩ জন	৩৭,০০,০০০ জন	১৩২৫ জন
২০১১ হতে ২০১৭ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১৩.৫%		৪৪.১%	

প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ১০১৬ জন। পাশাপাশি কক্সবাজারে ২০১১ সালে জনসংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৯০ জন। আর প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করতো ৯১৯ জন। [১]

২০১৭ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি হিসেবে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করবে ১১৫৩জন। আর ২০১৭ সালে কক্সবাজারের জনসংখ্যা প্রায় ৩৭ লাখ হিসেবে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করবে ১৩২৫ জন। তুলনামূলকভাবে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা বেড়েছে ১৩.৫% কিন্তু কক্সবাজারে জনসংখ্যা বেড়ে যাবে ৪৪.১%।[২]

[1]Population and Housing 2011
[2]http://populationof2017.com/population-of-bangladesh-2017.html

ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা কক্সবাজার শহর, মেরিনড্রাইভ রোডের দুই পাশ এবং জেলার অন্যান্য উপজেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মহোদয় বলেছেন, তার শহরে এ সংখ্যা ৫০-৭০ হাজারে মত হতে পারে। ISCG (Inter Sectoral Coordination Group) বলেছে ক্যাম্পের বাইরে প্রায় ১ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। যা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না। কক্সবাজার শহরের জনগণ এবং মেরিন ড্রাইভের পর্যটনের জন্য এটা হুমকি স্বরূপ।

উখিয়া উপজেলার জনসংখ্যা প্রায় ১.২১ লাখ এবং টেকনাফ উপজেলার জনসংখ্যা হচ্ছে ১.৫৩ লাখ। যদি শুধু মাত্র এখনকার ৬ লাখ যোগ হয়, তাহলে এই দুটি উপজেলার জনসংখ্যা বেড়ে হবে ৯ লাখের মত। অর্থাৎ স্থানীয় জনগণ হয়ে যাবে সংখ্যা লঘু। বর্তমানে গড়ে প্রতিটা উপজেলায় হবে ৫.৫ লাখ এবং ডিসেম্বরে হয়ে যেতে পারে ৬.৫ লাখ। যা বাংলাদেশের অন্য উপজেলাগুলোর চাইতে ৩-৪ গুণ বেশি। যা পরে উক্ত দুই উপজেলা তথা কক্সবাজারের জন্য ভার বহন কষ্ট সাপেক্ষ। পর্যটন সহ কক্সবাজার জেলার যাবতীয় অর্থনীতি চরম সমস্যার সম্মুখীন হবে। সুতরাং আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :

১. শরণার্থীদের মৌলিক চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে তাদের বাংলাদেশের অন্য জেলায় সরিয়ে নিতে হবে।
২. অবিলম্বে দ্রুত মেরিনড্রাইভের দুপাশের এবং শহরের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে পাহাড়ের ফাঁকগুলো থেকে রোগিঙ্গা শরণার্থীদের চিহ্নিত করে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং ক্যাম্পে রাখতে হবে।
৩. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ২/৩ টি ক্যাম্পের চাইতে নিরাপত্তা ও ভারসাম্য রক্ষায় ৫/৬ ক্যাম্পে রাখতে হবে।
৪. বর্তমানে Tent Based Shelter স্বাস্থ্যগত ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অতি তাপমাত্রার কারণে তাদের জন্য Temporary Structure Based Shelter করতে হবে। বর্তমানে তারা যে ধরনের তাবুতে থাকে তা বৃষ্টি ও ঝড় তুফানের সময় হুমকি স্বরূপ। উল্লেখ্য যে গত বছর কক্সবাজারে ২য় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

গ. <u>স্থানীয় স্বাভাবিক জীবন যাপন হুমকির সম্মুখীন: প্রকৃতি, অর্থনীতি ও পরিবেশ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা চাই।</u>

ইতোমধ্যে উখিয়া টেকনাফ সহ কক্সবাজার শহরের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেড়ে গেছে। পানির স্তর নেমে গেছে ভূগর্ভের আরো নিচে। জেলার শুধুমাত্র উখিয়া ও টেকনাফ দুই উপজেলায় ৪০০০ একরের বেশি বনাঞ্চল উজাড় হয়ে গেছে বলে বনবিভাগের দাবী। পার্লামেন্টারী স্টান্ডিং কমিটির অভিমত, প্রায় ১৫০ কোটি টাকার মতো পরিবেশগত ক্ষতি হয়ে গেছে। যা আসলে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মতো হতে পারে। গত চার দশক রোহিঙ্গা কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তাদের শিশুরা কোন প্রকার টিকা পায়নি। তাদের স্বাস্থ্যগত আচরণ পর্যাপ্ত নয়। মায়নমার পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি দেশ যেখানে এইডস এর আক্রান্তের সংখ্যা খুব বেশি, প্রতি হাজারে ৮ জন। বনাঞ্চল উজাড় হওয়ায় ফলে হাতির চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, হাতিরা ইতোমধ্যে মানুষ মারতে শুরু করেছে। সরকার এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ যারা ত্রাণ কাজে নিয়োজিত তাদের প্রতি আমাদের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ :

৫. দ্রুত গবেষণা সম্পন্ন করতে হবে যে, কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও পর্যটনক্ষেত্রে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কি কি ক্ষতি হয়েছে এবং হতে পারে তা নির্ণয় করার জন্য। তার ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ঘোষণা করতে হবে, আগামী অর্থ বছরের বাজট ঘোষণার পূর্বেই যাতে কক্সবাজারের জনগণ আশ্বস্ত হয়।
৬. অবিলম্বে হাতি চলাচলের জায়গা থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তুলে নিয়ে অন্য এলাকায় বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৭. উখিয়া টেকনাফ ও কক্সবাজার সদর হাসপাতালগুলোর মান উন্নয়ন ও শয্যা সংখ্যা বাড়াতে হবে। বিশেষ করে উখিয়া সদর হাসপাতালে ২৫০ শয্যার হাসপাতালে রূপান্তর করতে হবে।
৮. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য প্রতিটা জাতিসংঘ ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রকল্পে কমপক্ষে ২০% বরাদ্ধ রাখা বাঞ্চনীয়।
৯. শরণার্থী ও অন্যান্য কারণে কক্সবাজার জেলায় বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প নিতে বিধি নিষেধ ও কড়াকড়ি ছিল, তা শিথিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে কক্সবাজার জেলা অন্যান্য অনেক জেলা থেকে পিছিয়ে। যেসব উন্নয়ন সংগঠন মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার ও নারী পুরুষ সমতার ভিত্তিক সমাধানের দর্শন ধারণ করে তাদেরকে কাজ করার সুযোগ আরো প্রশস্ত করতে হবে।
১০. যে সব এইচ আই ভি/ এইডস রোগী ধরা পড়েছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আলাদা চিকিৎসা বিবেচনা করা বাঞ্চনীয়। এই বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা উচিত।

১১. ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করার চাইতে ভু-উপরিভাগস্থ পানিসমূহ বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করা উচিত। এ ব্যাপারে উক্ত অঞ্চল সমূহে ভু-উপরিস্থলের পানির আধার তৈরী করা উচিত যাতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায়।

১২. উক্ত এলাকায় পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য এখন থেকে যারা ঐ এলাকায় উন্নয়ন ও রিলিফ কার্যক্রম করছে, তাদের থেকে একটা % অর্থ নিয়ে একটি **"পরিবেশ পুনরুদ্ধার তহবিল"** গঠন করা উচিত।

ঘ. <u>শরণার্থীদের জন্য সকল রিলিফ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয়করণ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। UN Agencies, International NGO, National NGO সবাইকে সরাসরি Operation এ না গিয়ে localization and Accountability নিশ্চিত করে local NGO দের সাথে Partnership এ কাজ করতে হবে।</u>

২০১৩ -২০১৬ অবধি জাতিসংঘের মাধ্যমে World Humanitarian Summit-এ উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মকান্ডের ঘোষণা হচ্ছে Localization and Accountability-কে গুরুত্ব দেয়া। ২০১৬ এর এই নীতিমালা বাস্তবায়ন আলোচনা আবার চালু রয়েছে। সেখানে প্রায় সকল UN Agencies, International NGO, National NGO স্থানীয়করণ জবাবদিহিতার ও স্বচ্ছতায় The Great Bargain নামে একটি প্রক্রিয়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। সে অনুযায়ী উক্ত সংস্থাসমূহের কাজের পরিবর্তন হওয়া উচিত। যাতে স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় নাগরিক সমাজ তথা এনজিওদের সার্বভৌম, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও স্থায়িত্বশীল বিকাশ যাতে নিশ্চিত হয়। বিষয়টি আমরা Mr. Mark Lowcock, Under Secretary General এবং UN Emergency Relief Coordinator কে গত ০৩ শে অক্টোবর ২০১৭ তারিখে যখন তিনি কক্সবাজার এসেছিলেন, তখন একটা লিখিত স্মারক লিপির মাধ্যমে উনার সামনে তুলেছিলাম। যার অনুলিপি এই সাথে আপনাদের অবগতির জন্য দেয়া হলো। সেখানে Host Community-র বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরেছিলাম। যার প্রতিফলন আমরা পরবর্তীতে জেনেভাতে উনার বক্তৃতায় পেয়েছি, এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রস্তাবনাগুলো আবার তুলে ধরছি।

১৩. সকল UN Agencies, International NGO, National NGO সবাইকে সরাসরি Operation-এ না গিয়ে local NGO দের সাথে Partnership এর মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

১৪. Local NGO বলতে সেই NGO যারা স্থানীয়ভাবে তৈরি এবং যার নেতৃত্ব স্থানীয়, তাকে আমরা Local NGO বলে অভিহিত করেছি।

১৫. UN Agency ও INGO-দের staff-রা নিজ স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ, আমাদের কাছে এ ধরণের বহু ঘটনার নজির রয়েছে। সে কারণে মানবীয় ও মর্যাদাভিত্তিক আচরণ নিশ্চিত করতে পারস্পরিক Code of Conduct দাবি করছি।

১৬. আমরা উপরোক্ত সকল Agency ও সংস্থাসমূহ থেকে একটি Compliant Response Mechanism (অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা) দাবী করেছি । যে Complain Response Mechanism-এর সুযোগ শরণার্থীসহ আপামর জনসাধারণ নিতে পারবে।

১৭. UN Agency, INGO, NNGO, LNGO -সহ সবাইকে ত্রাণের রিলিফ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল ও বিশেষ করে অর্থের বিবরণ IATI (International Aid Transparency Initiatives) নীতিমালা অনুসারে প্রকাশ করতে হবে। যাতে স্থানীয় জনগণ ও মিডিয়া মনিটর ও মন্তব্য করতে পারে।

আমরা মনে করি যে, বাংলাদেশের জনগণের জন্য এই অর্থ Booked হয়েছে, উপরোক্ত Agency-গুলোর Transaction Cost খুব বেশী। যে কারণে আমরা WHS ও GB Policy অনুসারে স্থানীয় এনজিওদের সাথে পার্টনারশিপ পলিসির এবং জবাবদিহিতার প্রস্তাবনা করেছি।

১৮. ISCG (Inter Sector Coordination Group) যা মূলত UN Agency ও গুটিকয়েক NGO নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে প্রতিটি Cluster এ Local NGO দের প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। তাদের অনেকগুলো নিয়মকানুন স্থানীয় অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা INGO ও NNGO প্রতি Biased.

১৯. UN Agency, ও NNGO-গুলোর Monopolistic approach পরিহার করতে হবে, অন্যদের বিশেষ করে LNGO দের কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। সবাইকে এটা মনে রাখতে হবে যে, LNGO-গুলোই সর্বপ্রথম এই রিলিফ কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছিল এবং তারা Host Community-কে প্রতিনিধিত্ব করে।

২০. UN Agency, INGO-গুলো বিদেশী এক্সপার্টদের চাইতে স্থানীয় এক্সপার্ট ও কর্মী নিয়োগ করতে হবে। তবে তারা কোনভাবেই সরাসরি Operational role এ যেতে পারবে না। স্থানীয় NGO/CSO বিকাশের স্বার্থে Partnership Approach এ কাজ করতে হবে। মালামাল ও সামগ্রীগুলো স্থানীয়ভাবে কিনতে হবে। LNGOকর্মীদের INGO ও UN Agency প্রলুব্ধ করা যাবেনা। ঐ সকল সংস্থা ও IFRC কে সহ সবাই মিলে একটা Standard Price Policy করতে হবে। যাতে বাড়ীভাড়া, গাড়ীভাড়া ও ট্রাকভাড়াসহ সর্বক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওদের অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে না হয়।

ঙ. **জাতীয় ইমেজ ও নিরাপত্তার স্বার্থে সবাইকে ভাবতে হবে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু আছে? সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রসংশনীয়, এই ভূমিকার Continuation চাই।**

আমরা জেলা প্রসাশক ও সেনাবাহিনীর প্রশংসা করি, শুরুর দিকে ভয়াবহ শরণার্থী স্রোত ও বিশৃংখল পরিস্থিতিতে উনারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, শরণার্থীদের সারাদেশে ছড়িয়ে পড়া থেকে পুরো জাতিকে রক্ষা করছেন। সেনাবাহিনী তৃর্ণমূলে অত্যন্ত দক্ষতা ও শৃংখলার সাথে সমন্বয় সাধন করেছেন। সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে তারা অত্যন্ত ধৈর্য, মানবিকতা ও সুশৃংখলার সাথে তারা শরণার্থীদের জড়ো করে শৃংখলার সাথে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। বাংলাদেশ, কক্সবাজার বিশেষ করে উখিয়া ও টেকনাফের সাধারণ জনগণ অত্যন্ত উদারতার সাথে শরণার্থীদের গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহের যখন xenophobia তৈরি হয়েছে, বিদেশীদের বের করে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে জাতি, সরকারে ও সেনাবাহিনীর এই ধরণের মানবিকতা, উদারতা ও সুশৃংখলতা নজিরবিহীন। এই সব কিছুর পিছনে মূল প্রেরণা হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সাড়া দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য সারা মানবজাতির কাছে বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ আরো একধাপ গৌরবের আসনে স্থান করে নিল। কিন্তু শরণার্থী সংখ্যা ইতোমধ্যে ৬ লাখ হয়ে গেছে। ডিসেম্বরের মধ্যে এটা ১০ লাখে চলে যেতে পারে। আগে ৩০-৪০ হাজার শরণার্থীর জন্য যেভাবে চিন্তা করা হয়েছে যেভাবে চিন্তা করা আর ঠিক হবেনা। বর্তমানে বিভিন্ন জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি এর সাথে জড়িত হয়েছে, যা কিনা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ও বটে। সে ক্ষেত্রে শরণার্থী ব্যবস্থাপনাকে নতুনভাবে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্থাবনা নিম্নরূপঃ

২১. এই মূহুর্তে ISCG (Inter Sector Coordination Group) কতজন শরণার্থী আসছে এবং তাদের জন্য কি করা হচ্ছে তারাই সব তথ্যগুলো তৈরি করছে। সব সুত্রগুলোই তাদের তথ্য ব্যবহার করছে। যখন শরণার্থী সংখ্যা ছিল ৩০-৪০ হাজার তখন হয়তো সরকারের জন্য ভাবার কোন বিষয় ছিলনা। কিন্তু এখন বিষয়টি ৬-১০ লাখের বিষয়। এটা শুধু মানবিকতার বিষয় নয় এর সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ও জড়িত। এটা জাতীয় নিরাপত্তা ও স্থানীয় ভারসাম্যমূলক সমাজ সুরক্ষার বিষয়ও বটে। সুতরাং এই মূহুর্তে শরণার্থী বিষয়ক কাজের জন্য একটি বিশেষায়িত ইউনিট রিলিফ কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের আওতাধীনে দ্রুততার সাথে স্থাপন করা উচিত। দ্রুততায় তা স্থাপন করার জন্য এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

২২. আমরা আরো যে সকল কারণে আরো বিদেশী নির্ভর তথ্য প্রণয়ন ও সমন্বয় থেকে সরকারকে বের হয়ে আসতে বলছি, সে গুলো হলো (১) ISCG-র মধ্যে UN Agency ও মুষ্টিমেয় INGO দের প্রতি Biasness রয়েছে, (২) ISCG এর বিভিন্ন Cluster-এ LNGO-দের প্রতিনিধিত্ব নেই এবং (৩) ISCG FD-7 ছাড়া অন্যান্য রিলিফ কার্যক্রমের অংশগ্রহণে সম্মত নয়।

২৩. জেলা প্রশাসনের জেলার অন্যান্য সাধারণ কাজকর্ম রয়েছে। সুতরাং শরণার্থী সমস্যা ব্যবস্থাপনা পূর্ণভাবে জেলা প্রশাসন থেকে পৃথক হওয়া উচিত। যেহেতু শরণার্থী কার্যক্রম বৃহদাকার দায়িত্বে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আমরা একজন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার নেতৃত্বে রিলিফ কমিশনার হিসেবে, অফিস পুনর্গঠনের প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে Information, Monitoring, Coordination-এর জন্য যথেষ্ট জনবল দিতে হবে। তা দিতে দেরি হলে সেনাবাহিনী থেকে জনবল নিয়ে তা পূরণ করা যেতে পারে। মূলতঃ এইভাবে পুরো শরণার্থী ব্যবস্থাপায় কোনো ধরণের পরনির্ভরতা ছাড়া সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করা উচিত।

চ. **ভিজিবিলিটি বা প্রদর্শন প্রতিযোগিতা বন্ধ করে আসল কাজ করুণ।**

আমরা লক্ষ্য করেছি কিছু UN Agency-সমূহ, INGO ও NNGO-তে কাজ করতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ প্রদর্শন প্রতিযোগিতা করছেন। নিজেদের জামা কাপড় থেকে শুরু করে গাড়িতে, কাজের জায়গায় প্রচুর ব্যানার করেছেন। দেখা গেছে, একটি ৩/৫ ফুট টয়লেটের জন্য ৪/৬ ফুট ব্যানার টাঙ্গিয়েছেন। এ ধরনের মাত্রারিক্ত প্রদর্শন প্রতিযোগিতা জনগণের ভেতর উন্নয়ন সংগঠনসমূহ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি করেছে। আমরা সংশ্লিষ্ঠ সবাইকে এ ধরনের "প্রদর্শন প্রতিযোগিতা" বন্ধ করে আসল কাজে মনোযোগ দেবার জন্য অনুরোধ করবো।

ছ. **শিশুদের যত্নে ও পুনর্বাসনে CRC (Convention on the Rights of the Child) অনুসরণ করুণ।**

আমরা বিভিন্ন ধরনের সংবাদ এর কারণে উষ্মা প্রকাশ করছি যে, যে সব শিশুরা পিতা-মাতাহীন শরণার্থীদের সাথে এসেছেন তাদের জন্য আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করে দেয়া হবে। আমাদের অভিমত, এ ক্ষেত্রে শিশুদেরকে তাদের নিকট-আত্মীয় রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারের সাথে রেখেই পরিযত্নের কথা ভাবা উচিত। আমরা এ ক্ষেত্রে সরকার এবং সংশ্লিষ্ঠ সকলকে CRC (Convention on the Rights of the Child) অনুসরণ করতে অনুরোধ করবো।

উপরোক্ত অবস্থান বা দাবীসমূহ সময়ান্তে, পরিবর্তিত ও উদ্ভুত মতামতের ভিত্তিতে আমরা আরো পরিবর্তন ও পরিমার্জন করবো বলে আশা করছি।

অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহ;

পাল্‌স, হেল্‌প কক্সবাজার, একলাব, অগ্রযাত্রা, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন, পপি, আনন্দ, বাস্তব, নোংগর, মুক্তি কক্সবাজার, ইপসা, এক্‌সপেউরুল, আইএসডিই, আশা ও কোস্ট ট্রাস্ট

সচিবালয়ঃ

কোস্ট ট্রাস্ট, কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাড়ি নং-৭৫, ব্লক-এ, লাইট হাউজ রোড, কলাতলী,কক্সবাজার।
যোগাযোগঃ মকবুল আহমেদ, মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮২৮, ইমেইল:moqbul.coast@gmail.com

যোগাযোগঃ কো-চেয়ারম্যানবৃন্দ

রেজাউল করিম চৌধুরী, ইমেইল: reza.coast@gmail.com, মোবাইল-০১৭১১৫২৯৭৯২
আবু মোর্শেদ চৌধুরী, ইমেইল: abumurshedchy@gmail.com, মোবাইল- ০১৮১১৬২৪৬১০
মোঃ আরিফুর রহমান, ইমেইল:ypsa_arif@yahoo.com, মোবাইল- ০১৭১১৮২৫০৬৮